ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৬৯৩(আগরতলা-১৭।০৯)
তেলিয়ামুড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর,২০১৯

## সরকার স্বরোজগার দেওয়ার লক্ষ্যে বেকারদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নিয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাওয়াইবাড়িস্থিত এম এম বেভারিজ ম্যানুফেকচারিং কোম্পানির ঝিল নামক পরিশ্রুত পানীয় জলের বটলিং প্রক্রিয়ার উদ্বোধন হলো। আজ প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং ফলক উন্মোচন করে বটলিং প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চিফ রিজিওন্যাল ম্যানেজার আনন্দ কুমার, তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নীতিন কুমার সাহা, সমাজসেবী রঞ্জিত সূত্রধর, ঝিল পরিশ্রুত পানীয় জলের কর্ণধার কেশব পাল প্রমুখ। উদ্বোধকের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান স্বরোজগারের। ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই বেভারিজ কোম্পানির কর্ণধারদের উৎসাহিত করার জন্যই বহু ব্যস্ততার মধ্যেও এখানে আসা। বর্তমানে এ ধরনের কোম্পানির মাধ্যমে রাজ্যে জব ক্রিয়েটার তৈরি হয়েছে। তাদের উৎসাহিত করতে হবে। এ প্রকল্পে ৮০০০ লিটার পরিশ্রুত পানীয় জল বোতলজাতকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এতে ৩৫ জন কর্মী নিযুক্ত হয়েছে। এলাকার বেকার যুবকরা স্বনির্ভর হতে পেরেছে। তাই এ কাজ সত্যি প্রশংসনীয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা দিনে দিনে উন্নত হচ্ছে। বিগত সরকার দীর্ঘদিন থাকার পরেও কোনও শিল্প রাজ্যে গড়ে উঠেনি। কিন্তু বর্তমান সরকার রাজ্যকে স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর যার জন্য প্রয়োজন সৎ মানসিকতা এবং ইচ্ছাশক্তি। ১৮ মাসের সরকার যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করছে তা সাধারণ মানুষ জানেন। কারণ বর্তমানে সোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে এবং প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাতের মাধ্যমে জনগণ সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বর্তমান সরকার শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দিতে সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম নিয়ে এসেছে। কোনও কোম্পানি খোলার এন ও সি নিতে গেলে ১ মাসের মধ্যে টি আই ডি সি-র অফিস থেকে ১৯টি দপ্তরের এন ও সি দেওয়া হয়। যা আগে হতো না। বিগত সরকার মানুষকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে। বর্তমানে কোনও উদ্যোগী স্বরোজগারী হতে চাইলে টি আই ডি সি-র 'স্বাগত' কাউন্টারে গিয়ে সাহায্য নিতে পারেন। সেখানে তাদেরকে স্কিম বানিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাওয়ার সুবিধা করে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ৫ দিন আগে প্রধানমন্ত্রী সম্পদ যোজনার মাধ্যমে রাজ্যের ৭টি পরিবারকে রাইস মিল, মশলা ফ্যাক্টরি, আচার ফ্যাক্টরি ইত্যাদির জন্য ৫০ শতাংশ ভর্তুকিতে ব্যাঙ্ক থেকে ২৮ কোটি টাকা লোন দেওয়া হয়েছে। যাতে ১৪ কোটি সাবসিডি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নারী নির্যাতন মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার পথে এ সরকার কাজ করছে। বিগত দিন থেকে বর্তমানে মহিলাদের উপর অত্যাচার ৬ শতাংশ, পণের কারণে নারী হত্যাও ৩৯ শতাংশ কমেছে। বর্তমান সরকার স্বরোজগার দেওয়ার লক্ষ্যে বেকারদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, এ ধরনের শিল্পই মডেল ত্রিপুরার গড়ার স্বপ্নকে পূরণ করবে।

***২-এর পাতায়

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার পরিবারকে ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার বীমা করে দেওয়া হয়েছে। অন্ত্যোদয় পরিবারদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে রাজ্যের ৭০ শতাংশ পরিবারকে ২০২০-এর ৩০ মার্চের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যাতে আগামীদিনে তারা স্বাস্থ্য পরিষেবা বিনামূল্যে পায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্বোত্তম সুবিধাযুক্ত অটল বিহারী ক্যান্সার ইনস্টিটিউশন হয়েছে আগরতলায়। এতে আধুনিক এম আর আই মেশিন সহ বিভিন্ন মেশিন এবং ১৬ জন বিশিষ্ট ডাক্তার রয়েছেন। এর সুফল অবশ্যই রাজ্যবাসী পাবে। বর্তমান সরকার জি আর এস নিয়োগে স্বচ্ছ নিয়োগনীতি নিয়ে এসেছে। এই সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রোজগার ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজ্যকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন শুধু জনগণের সহযোগিতার। ধান ক্রয়ের মাধ্যমেও এ সরকার ৪৮ কোটি টাকা কৃষকদের দিয়েছে।

আজকের অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কর্ণধার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ৫০ হাজার ১ টাকার চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কৃষ্ণধন দাস এবং স্বাগত ভাষণ দেন সমাজসেবী আশিস দেবনাথ।

*****